শিক্ষায় আসছে বড় পরিবর্তন রিভিউ হবে কারিকুলাম

মীর মোহাম্মদ জসিম ॥ খুঁড়িয়ে চলছিল শিক্ষা। অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কয়েকটি সংস্কারে হাত দিলেও শিক্ষা ছিল বঞ্চিত। গত দেড় বছরে শিক্ষার কোনো পরিবর্তন কিংবা গুণগত মান উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপই নেয়নি ইউনূস সরকার। সম্প্রতি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার। শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় আ ন ম এহছানুল হক মিলনকে। প্রথম কার্যদিবসেই নয়া শিক্ষামন্ত্রী অনুধাবন করেছেন শিক্ষা বড় জাম্ফ দরকার।

সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তরে তিনি বলেছেন, গত ১৭ বছরে শিক্ষায় কিছুই হয়নি। শিক্ষার সর্বস্তরে সমস্যা বিরাজমান। এমনই অবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সে কারণে বিশ্বমানের মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের কাজ চলছে।

কিভাবে শিক্ষাকে আরও বেশি যুগোপযোগী করা যায় সে লক্ষ্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে মতামত চাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেশ কিছু প্রস্তাবনার ওপর গবেষণা করতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মনে করেন, নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগিয়ে নিতে পারলে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে শিক্ষায় বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন শীঘ্রই দেখা যাবে।

পর্যবেক্ষণে টাস্কফোর্স গঠনের চিন্তা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. আঃ কুদ্দুস জনকণ্ঠকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কিছু পলিসি নেওয়া হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদের গবেষণা করতে বলা হয়েছে। প্রস্তাবনাগুলো গবেষণা করে আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। আশা করি ভালো কিছু হবে। মন্ত্রণালয় সূত্র

(২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

শিক্ষায় আসছে বড় পরিবর্তন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানায়, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা খাত ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রথম পর্যায়ে ১০০ দিনের এবং পরবর্তীতে ১৮০ দিন তথা মোট ২৮০ দিনের পরিকল্পনা গ্রহণের কাজ চলছে।

পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চতর, মাদ্রাসা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল ধারায় পাঠ্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। তবে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানের কারিকুলামকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হবে না। বরং এখানে যোজন বিয়োজন হতে পারে বলে তিনি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বিগত বছরগুলোতে কারিকুলাম পরিবর্তনের নামে যা হয়েছে তা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত ছিল না। মন্ত্রণালয় দীর্ঘ মেয়াদি কারিকুলামের দিকে এগুচ্ছে এবং এ কারিকুলাম প্রণয়নে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বিষয় দেখা হচ্ছে না।

বর্তমানে লাখো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারের আইনের তোয়াক্কা না করেই চলছে। এমনকি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্যও সরকারের কাছে নেই। এ জন্য বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে সকল ধারার শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে সুনির্দিষ্ট সরকারি বিধিবিধানের আওতায় পরিকল্পনা করছে সরকার।

কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ বাড়াতে বাড়তি নজর দেবে মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মেধা, আগ্রহ ও অন্যান্য বাস্তব বিষয়াদি বিবেচনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে সর্বোচ্চ উৎসাহ প্রদান করা হবে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কারিগরিতে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। কারণ সরকার মনে করে, কারিগরি শিক্ষা ছাড়া দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা অসম্ভব এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই।

শুধু উপবৃত্তি দিয়েই কারিগরির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে না সরকার বরং অবকাঠামো সংস্কার ও তৈরি করা এবং শিক্ষকগণের দক্ষতা উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক বাস্তবায়নের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠনের কথা ভাবছে নতুন শিক্ষামন্ত্রী। টাস্কফোর্সটি গতানুগতিক কোনো বডি হবে না। এটি শিক্ষার সব সেক্টরের যোগ্য লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, যারা যে সেক্টরে যোগ্য তাদের সে সেক্টরে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তারেক রহমানের লক্ষ্য হচ্ছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, আমরা তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর কাজ করছি। আমরা দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ স্বার্থেই শিক্ষাকে বিশ্বমানের করতে প্রতিজ্ঞ।

নুরুল ইসলাম নাহিদ ২০০৯ সালে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েই প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বাদ দিয়ে কারোর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই সৃজনশীল শিক্ষা প্রদ্ধতি প্রণয়ন করেন। এ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের কোনো ধারণা না থাকায় শিক্ষায় হ-য-ব-র-ল অবস্থা তৈরি হয়েছিল।

শিক্ষার্থীদের মুখস্তনির্ভরতা কমিয়ে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে এমন কারিকুলাম ২০২৩ সালে শুরু করেছিলেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। কিন্তু দেশব্যাপী কোনো রকম গবেষণা এবং বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি ছাড়াই এ পদ্ধতি চালু করেন তিনি। এ নিয়ে দেশব্যাপী সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কঠোর প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো বড় ধরনের কাজই হয়নি। এমনকি ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিও বাস্তবায়নের কোনো কাজই করেননি বিগত শিক্ষামন্ত্রীরা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকেও ঢেলে সাজানো এবং আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়ার কথা চিন্তা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর সব মহল থেকেই শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের দাবি উঠেছিল। এমনকি গত মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যানও একটি আলোচনা সভায় উচ্চ শিক্ষা সংস্কার

নিয়োগের ব্যবস্থা করারও কথা ভাবছে সরকার।

গত ৩০ বছরের শিক্ষা বাজেট পর্যালোচনা করে জানা যায়, ইউনেস্কো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মানদণ্ড এবং বাংলাদেশের শিক্ষাবিদদের দাবি অনুযায়ী কখনোই শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বাজেট দেয়নি সরকারগুলো। অপর্যাপ্ত বাজেট নিয়ে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীর জন্য দুই লাখের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো কোনো বছরই বাজেটের সব টাকা শেষ করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে পর্যাপ্ত বাজেটের দাবিটি সব সময়ই উপেক্ষিত থাকে।

এবার নতুন শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন আগামী অর্থবছরে পর্যাপ্ত বাজেটের চেষ্টা করা হবে। তার আগে চলতি বছরের বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কেন সম্ভব হয় না তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দিকেও জোর দিচ্ছেন মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি ভাষায় পড়াশোনা করে থাকেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভাবছে শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় কোনো একটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে তাদের পছন্দমতো দেশে কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করতে পারবে।

এ ছাড়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যাতে মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপে চাকরি করা সুবিধা পেতে পারে সে লক্ষ্যে কারিকুলামে সংশ্লিষ্ট দেশের জব চাহিদা অনুযায়ী কিছু টপিকস দিয়ে ঢেলে সাজানো হবে। যাতে করে কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষ করে বেকার বসে থাকতে না হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন পদক্ষেপগুলো কামিশন গঠনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কোনো উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতার অভাবে দেশের বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই কমিশনের আইনের কোনো তোয়াক্কাই করছে না। বর্তমানে ১১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে ১০৭টিতে। এর মধ্যে ৮৭টির স্থায়ী সনদ নেই। তবে ১২ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্ধশতেরও। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থায়ী সনদ অর্জন করতে না পারা এসব বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির চোখে 'আইন ভঙ্গকারী'। জানা গেছে, সর্বমোট ১৫-২০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো পড়াশোনা হয়। আর বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নামে মাত্র ক্লাস পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ করছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন, শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষার খুবই অভাব। সরকার শিক্ষায় বাজেট বাড়িয়ে দিয়ে মানসম্মত শিক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। নতুন শিক্ষানীতি করতে হবে। দেরি করলে শিক্ষার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জনকণ্ঠকে বলেন, শিক্ষা সকল উন্নয়ন এবং জাতি গঠনের হাতিয়ার হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা আজ বঞ্চিত। বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে শিক্ষাকে দলীয়করণ হয়েছে এমনকি শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখনো শিক্ষা নিয়ে অনেক কিছু করার আছে। সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। জোরাতালি দিয়ে শিক্ষা চলবে না।